কলকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক: **সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরি, বিচারপতি।**

চাকিনা খাতুন বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

2011 সালের সি. আর. আর-854, 12/12/2022 তারিখ-এ নির্ধারিত

(A) ফৌজদারি কার্যবিধি (1974 এর 2) , ধারা 309, ধারা 276— কার্যধারা স্থগিত করার ক্ষমতা - সাক্ষীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বিচার আদালতের অনুশীলন শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা কৌঁসুলির জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে সাক্ষীর জেরা স্থগিত করেছিল - পরবর্তীকালে, সাক্ষী সাক্ষ্য যোগ করতে আসেনি - এরপর ট্রায়াল কোর্ট মামলার নথি থেকে সাক্ষীর সাক্ষ্য অপসারণ করেছিল - ট্রায়াল কোর্ট সাক্ষীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে মামলা স্থগিত করার কোনও কারণ দেওয়া সমীচীন বলে মনে করেনি ওভার - ট্রায়াল কোর্টের আচরণ কেবল বিধিবদ্ধ আদেশকে লঙ্ঘন করেনি বরং মামলাকারীদের দ্রুত বিচারের অধিকারকেও ধাক্কা দিয়েছে - তদুপরি, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ড করার পরে, এটিকে অপসারণ করা যাবে না - ট্রায়াল কোর্টের আদেশের সাক্ষ্য অপসারণ মামলার রেকর্ড থেকে সাক্ষী, সরাইয়া রাখা বাতিল হল - ট্রায়াল কোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি সুরক্ষিত করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নিতে ।

এয়ার অনলাইন 2002 এসসি 266-অনুসরণ করা হয়েছে

(অনুচ্ছেদ 11,12,13,17)

(B) ফৌজদারি কার্যবিধি (1974-এর 2) , ধারা 309, ধারা 276— ফৌজদারি P.C স্থগিত করার ক্ষমতা (1974-এর 2) , ধারা 225, ধারা 309, ধারা 276— বিচারের সূচনা - পরে গৃহীত পদক্ষেপ - আলোচনা করা হয়েছে৷ এ. আই. আর 2002 এস. সি 270-অনুসরণ করা হয়েছে এ. আই. আর 2004 এস. সি 3114-অনুসরণ করা হয়েছে

প্রতিটি দায়রা মামলায় বিচার শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেইঃ_i) ট্রায়াল কোর্টকে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি নির্দেশ করতে হবে।ii) ট্রায়াল জজ বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাক্ষীদের সঙ্গে এই তারিখগুলিতে আদালতের সামনে আইও-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেবেন। iii) যদি কিছু অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে এটি I.O-এর পক্ষে আদালতে উপস্থিত থাকা সম্ভব না হয়, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোনও যোগ্য পুলিশ কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করবেন যিনি সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখে আদালতে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।iv) সাক্ষীদের রক্ষা করা এবং বিচার আদালতে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, I.O-এর কর্তব্য, যাতে বিচারকে যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যাওয়া যায়।এটি ভুক্তভোগী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়কেই দ্রুত ন্যায়বিচার পেতে সহায়তা করবে যা তাদের জীবনের অধিকারের সাথেও সম্পর্কিত।5) সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিক যদি

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হন, তা হলে ট্রায়াল কোর্ট উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অবমাননার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ সহ আইনের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যর্থতাকে অপরাধীকে আইনি শাস্তি থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(অনুচ্ছেদ 17,18)

উদ্ধৃত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক**
অনুচ্ছেদগুলি	
2013 এয়ার এসসিডব্লিউ 59	পারা নং। (7)
এ. আই. আর 2004 এস. সি 3114 (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং। (14,19)
এ. আই. আর. অনলাইন 2002 এস. সি 266 (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং। (10)
এআইআর 2002 এসসি 270:2001 এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ 4984 (অনুসরণকৃত)	অনুচ্ছেদ নং। (16,19)
1985 সিআরআই। এলজে। এনওসি 38 (ডেল)	অনুচ্ছেদ নং। (7)
এআইআর 1984 এসসি 618:1984 সিআরআই এলজে 340 (এসসি)	প্যারা নং। (7)
1982 সিআরআই। এলজে। এনওসি 86 (সমস্ত)	অনুচ্ছেদ নং। (7)
এ. আই. আর 1979 এস. সি 1360	পারা নং। (7)
(1912) 13 সিআরআই।	

আইনজীবীদের নাম

প্রশান্ত বিশাল, আবেদনকারীর পক্ষে; বিদ্যুৎ কুমার রায়, প্রতিবাদীর জন্য।

---

1. **আদেশঃ-এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনে** চ্যালেঞ্জ হল বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বসিরহাট, উত্তর 24 পরগণার S.C. নং 13 (7) 09, S.T. ভারতীয় দণ্ডবিধির 376/493 ধারার অধীনে 3 জুন, 2006 তারিখের বসিরহাট থানার মামলা নং 199 থেকে উদ্ভূত নং 2(12) 09।

2. ভারতীয় দণ্ডবিধির 228এ ধারার অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমি সেই মহিলার নাম প্রকাশ করতে আগ্রহী নই যিনি অভিযুক্ত ব্যক্তি সিরাজ গাজী দ্বারা যৌন শোষণের অভিযোগে বিচারের ফৌজদারি প্রশাসনকে চালু করেছিলেন।এরপরে তাকে ভুক্তভোগী মেয়ে হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

3. সংক্ষেপে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত সিরাজ গাজী ভুক্তভোগী মেয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তার বিশ্বাস অর্জন করে এবং তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে।এই ধরনের যৌন মিলনের ফলে ভুক্তভোগী মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং সিরাজ গাজী দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন।নির্যাতিতা মেয়েটি ঘটনাটি

সম্পর্কে স্থানীয় থানায় অবহিত করেছে এবং অপরাধের অভিযোগ পেয়ে বসিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বসিরহাট পিএস মামলা নং 199 তারিখ 3 জুন, 2006 ভারতীয় দণ্ডবিধির 376/493 ধারার অধীনে নথিভুক্ত করেছেন এবং তদন্ত শুরু করেন যা শেষ হয় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।

4. 2010 সালের 10ই ফেব্রুয়ারি বিচার শুরু হওয়ার পর রাষ্ট্রপক্ষ ফাজিলুল ওরফে ফজলুল হক গাজিকে পি ডাবলু ১ হিসেবে অংশত জিজ্ঞাসাবাদ করে।তাঁর মুখ্য পরীক্ষণ শেষ হওয়ার পর প্রতিরক্ষা কৌঁসুলি সেই সাক্ষীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং বিচক্ষণ বিচার আদালত বিদ্বান প্রতিরক্ষা কৌঁসুলি-র অনুরোধে জেরার স্থগিত করেন।পরবর্তীকালে উক্ত সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হননি।

5. লার্নড ট্রায়াল কোর্ট সাক্ষী পরোয়ানা জারি করে কিন্তু উক্ত সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত 14 ডিসেম্বর, 2010-এ লার্নড ট্রায়াল কোর্ট নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেঃ_

"এই ধরনের অবস্থানে প্রসিকিউশনকে অন্যান্য সাক্ষীদের নিয়ে আসার এবং পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে পিডাবলু ১ এই মামলাটি নিয়ে এগিয়ে যেতে মোটেও আগ্রহী নয়।পিডাবলু ১-এর সাক্ষ্য এই মামলার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হবে।সাক্ষী, পিডাবলু ১, ফজলুল হক গাজীর বিরুদ্ধে জারি করা ডাবলুডাবলুএ প্রত্যাহার করা হয়।

6.বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে ভুক্তভোগী বিবেচনাধীন এই আবেদনটি পেশ করেছেন।

7. 2013 সালে এআইআর এস. সি. ডব্লিউ **59-এ প্রকাশিত এ. কে.** আই. এল বনাম রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দায়রা জজ এবং সহকারী দায়রা জজদের নির্দেশ দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেঃ_

"28 এই প্রেক্ষাপটে এমন কিছু সিদ্ধান্ত যা বিশেষভাবে এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে যা ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে গুরুতর প্রবেশ ঘটিয়েছে সেগুলিও উল্লেখ করা যেতে পারে।বদ্রী প্রসাদ বনাম সম্রাট (1912) 13 সিআরআই এল জে 861-এ নথিভুক্ত প্রথম দিকের একটি মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ আইনি অবস্থান নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেঃ.....

অধিকন্তু, আমরা উল্লেখ করতে চাই যে একটি সেশন ট্রায়াল স্থগিত করা সবচেয়ে অযৌক্তিক।এই আইনের উদ্দেশ্য হল যে দায়রা আদালতের সামনে একটি বিচার এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মোকাবিলা করা উচিত।যখন মুলতুবি মঞ্জুর করার প্রয়োজন হয় তখন এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, তবে এই ধরনের মুলতুবি কেবল সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তিতে এবং স্বল্পতম সময়ের জন্য মঞ্জুর করা উচিত।(জোর দেওয়া হয়েছে)

29. 1982 সিআরআই এলজে এনওসি 86 (সমস্ত)-এ প্রকাশিত চন্দ্র সাঁই জৈন এবং অন্যান্য বনাম রাজ্য -এর একটি সিদ্ধান্তে,একজন একক বিচারক ফৌজদারি কার্যবিধির 309 ধারার ব্যাখ্যা করার সময় এই রায় দিয়েছেন।

শুধুমাত্র প্রসিকিউশ্ন মামলাটি C.B.I দ্বারা করা হচ্ছে অথবা অন্য কোনও প্রসিকিউটর

এজেন্সি দ্বারা, তাদের নিছক অনুরোধের উপর মুলতুবি মঞ্জুর করা ঠিক নয় এবং আদালতকে প্রতিটি মুলতুবির ন্যায্যতা দিতে হবে যদি অনুমতি দেওয়া হয়, কারণ, দ্রুত বিচারের অধিকার সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদের অধীনে পরিকল্পিত মৌলিক অধিকারের অংশ, 1979 সিআরএলজে 1036 (এসসি), ফল।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

30. 1985 সিআরআই এল জে এনওসি 38 (দিল্লি)-এ প্রকাশিত দ্য স্টেট বনাম বিলাল রাই এবং অন্যান্য-র সিদ্ধান্তেএটি নিম্নরূপে বলা হয়েছেঃযখন কোনও পক্ষের সাক্ষীরা উপস্থিত থাকে, তখন আদালতকে তাদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের আবার ডাকা উচিত নয়।আদালতের কার্যনির্ধারণটি এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে সাক্ষীদের উপস্থিতির নির্দেশ না দেওয়া হয় যাদের সাক্ষ্য রেকর্ড করা যায় না।একইভাবে, সাক্ষীদের জেরার মুখ্য পরীক্ষণের পর অবিলম্বে সম্পন্ন করা উচিত এবং প্রয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যে।দীর্ঘ সময় মুলতবি রাখা উচিত নয়।একবার সাক্ষীদের পরীক্ষণ শুরু হয়ে গেলে তা দিনের পর দিন চালিয়ে যাওয়া উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

31. মনু/এসসি/0094/1984-এ প্রকাশিত সিদ্ধান্তে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস.জে. চৌধুরী বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন)-এ বলা হয়েছে :(1984) 1 এস. সি. সি 722:(এ. **আই. আর 1984 এস.** সি 618), এই আদালত 2 এবং 3 অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

2. আমরা মনে করি বিচারটি প্রতিদিন চালিয়ে যাওয়া একটি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর অনুশীলন।এটি সবচেয়ে সমীচীন যে দায়রা আদালতের সামনে বিচারটি এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মোকাবিলা করা উচিত।এর ফলে কেবল অভিযানই হবে না, এর ফলে কৌশল এবং অনিষ্টও দূর হবে।বিচার প্রতিদিন এগিয়ে যাওয়া বাদী এবং বিবাদী উভয়ের স্বার্থেই হবে।এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, দায়রা মামলার বিচার টুকরো টুকরো করা উচিত নয়।বিচার শুরু করার আগে, একজন দায়রা বিচারককে অবশ্যই নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপলব্ধ রয়েছে।যদি তা না হয়, তবে তিনি মামলাটি স্থগিত করতে পারেন, তবে কেবল সম্ভাব্য সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তিতে এবং স্বল্পতম সময়ের জন্য।একবার বিচার শুরু হলে, তার উচিত, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যতীত, যা একটি মুলতুবিকে অনিবার্য করে তোলে, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত, দিন প্রতিদিন দায়বদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়া।

3. আবেদনকারী যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে বলা হয়েছে, আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না।বলা হয় যে তাঁর আইনজীবী প্রতিদিন আদালতে উপস্থিত হতে অসুবিধা বোধ করছেন।ফৌজদারি মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণকারী প্রত্যেক আইনজীবীর কর্তব্য হল প্রতিদিন বিচারে উপস্থিত থাকা।আমরা প্রতিদিন বিচারে উপস্থিত থাকার জন্য উকিলের দায়িত্বের উপর অতিরিক্ত চাপ দিতে পারি না। মামলার কাগজপত্র গ্রহণ করার পরে, তিনি যদি উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন তবে তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব লঙ্ঘন করবেন।

তাই ফৌজদারি বিবিধ আবেদন খারিজ করা হয়। "(জোর দেওয়া হয়েছে)

8. ফৌজদারি কার্যবিধির 309 ধারা সভাপতিত্বকারী বিচারককে কার্যধারা স্থগিত বা স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদান করেছে।"1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধির 309 ধারা

309। কার্যধারা স্থগিত বা স্থগিত করার ক্ষমতা।

(1)প্রতিটি তদন্ত বা বিচারে যত দ্রুত সম্ভব কার্যধারা অনুষ্ঠিত হবে এবং বিশেষত, যখন সাক্ষীদের পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে, তখন উপস্থিত সমস্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তা প্রতিদিন অব্যাহত থাকবে, যদি না আদালত কারণ নথিভুক্ত করার জন্য পরের দিনের বাইরে মুলতুবিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

(2) আদালত যদি কোনও অপরাধের বিচার গ্রহণ বা বিচার শুরু করার পর, কোনও তদন্ত বা বিচারের সূচনা স্থগিত করা প্রয়োজনীয় বা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে, তবে তা সময়ে সময়ে, নথিভুক্ত করার কারণে, যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে এমন সময়ের জন্য, যা উপযুক্ত বলে মনে করে, সেই শর্তে তা স্থগিত করতে পারে অভিযুক্তকে রিমান্ডে নেওয়ার জন্য পরোয়ানা জারি করতে পারে এবং হেফাজতে নেবে তবে শর্ত থাকে যে, কোনও ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারার অধীনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একবারে পনের দিনের বেশি সময়ের জন্য হেফাজতে রাখবেন নাঃআরও শর্ত থাকে যে, যখন সাক্ষীরা উপস্থিত থাকবেন, তখন লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার বিশেষ কারণ ব্যতীত তাদের পরীক্ষা না করে কোনও মুলতুবি বা বন্ধ দেওয়া হবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার উপর আরোপিত প্রস্তাবিত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাতে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে কোনও মুলতুবি দেওয়া হবে না।]

ব্যাখ্যা ১।যদি সন্দেহ জাগানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় যে অভিযুক্ত কোনও অপরাধ করেছে এবং মনে হয় যে রিমান্ডের মাধ্যমে আরও প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে, তবে এটি রিমান্ডের যুক্তিসঙ্গত কারণ।

ব্যাখ্যা 2।যে শর্তাবলীর ভিত্তিতে মুলতুবি বা স্থগিতাদেশ মঞ্জুর করা যেতে পারে, তার মধ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষ বা অভিযুক্তের দ্বারা খরচ প্রদান অন্তর্ভুক্ত।

9.309 ধারার উপ-ধারা (1) ট্রায়াল কোর্টকে নির্দেশ দেয় যে, সাক্ষীর পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরে কার্যধারা দ্রুত অনুষ্ঠিত হবে, সংবিধিবদ্ধ আদেশটি হল যে উপস্থিত সমস্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা না করা পর্যন্ত এই ধরনের পরীক্ষা প্রতিদিন অব্যাহত থাকবে।এই ধরনের কঠোর নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হল, যদি আদালত মনে করে যে পরের দিনের বাইরে মুলতুবি রাখা প্রয়োজন, তবে তা মঞ্জুর করা যেতে পারে যার জন্য আদালতের উপর শর্ত আরোপ করা হয় যে এর কারণগুলি নথিভুক্ত করা উচিত তবে এই ধরনের ক্রম উপ-ধারা (2) এর বিধানে কেড়ে নেওয়া হয়।যখন সাক্ষীরা আদালতে উপস্থিত থাকে, তখন আদালতকে মামলা স্থগিত করার কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয় না, চরম আকস্মিকতা ব্যতীত যার জন্য বিশেষ কারণ দিতে হয়।সুতরাং, স্থিরীকৃত আইনি অবস্থানটি হল যে কোনও সাক্ষীর পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরে আদালতকে উপস্থিত সাক্ষীদের পরীক্ষা না করা পর্যন্ত প্রতিদিন বিচার চালিয়ে যেতে হবে।

10. (2002) 7 এস. সি. সি 334-এ বর্ণিত, মহাম্মদ খালিদ বনাম পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের মামলায় সুপ্রিম কোর্টঃ(এ. আই. আর. এনলাইন **2002 এস. সি 266)** বলেছে যেঃ"যখন কোনও সাক্ষী উপস্থিত থাকে এবং তার মুখ্য পরীক্ষণ শেষ হয়ে যায়, যদি না জোরালো কারণ থাকে, তখন ট্রায়াল কোর্টের নিছক জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে বিষয়টি স্থগিত করা উচিত নয়।"

11. এখানে এই মামলায় ট্রায়াল কোর্ট P.W. 1-এর মুখ্য পরীক্ষণ শেষ হয়ে যাবার পরে মামলাটি স্থগিত করার কোনও কারণ দেওয়া সমীচীন বলে বিবেচনা করেনি।কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর অনুরোধে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল।ট্রায়াল কোর্ট যেভাবে সংবিধিবদ্ধ আদেশের প্রতি তাঁর অটল উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে তা কেবল উদ্বেগজনকই নয়, এটি হতাশারও বিষয়।

প্রায়শই বলা হয় যে একজন সংবেদনশীল বিচারক একটি সংবিধিবদ্ধ বইয়ের শব্দের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তিনি কথাগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন এবং একজন অসংবেদনশীল ব্যক্তি তার নিষ্ক্রিয় এবং অলস মনোভাবের দ্বারা আইন থেকে হুলটি বের করে আনতে পারেন।এই মামলায় ট্রায়াল কোর্ট বিবাদী কৌঁসুলির অনুরোধে মুলতুবি মঞ্জুর করে কেবল বিধিবদ্ধ আদেশকেই লঙঘন করেনি, বরং মামলাকারীদের দ্রুত বিচারের অধিকারকেও আঘাত করেছে।

12. 10 ফেব্রুয়ারি, 2016-এ, পি ডাবলু 1 অংশত পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং14 ডিসেম্বর, 2010-এ পি ডাব্লু-এর সাক্ষ্যকে বহিষ্কার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এর মধ্যে ট্রায়াল কোর্ট উক্ত সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য নিরর্থক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

13. কোনও সাক্ষীর সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার পরে, ট্রায়াল কোর্ট যেভাবে করেছে, সেভাবে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না এবং অভিযুক্ত আদেশটি , আমার বিনীত মতে, এটি কেবল দুর্বলতায় ভুগছে না, এটি বিকৃত এবং বাতিল করা উচিত, যা আমি সেই অনুযায়ী করি।

14. 2004 সালের এয়ার এসসিডব্লিউ 2325-এ রিপোর্ট করা জাহিরা হাবীবুল্লাহ এইচ শেখ **বনাম স্টেট অফ গুজরাট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ**

–

"এই আদালত বিচারের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল, এই বাধ্যতামূলক কারণগুলি প্রস্থানের জন্য বিদ্যমান।"

15. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে এটি করা হয়েছে বলে মনে হয় না এবং কেন এটি করা হয়নি তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, এমনকি পাবলিক প্রসিকিউটরও এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিতে নজর দিয়েছেন বলে মনে হয় না।

16. 2001 সালে প্রকাশিত শৈলেন্দ্র কুমার বনাম বিহার রাজ্য মামলায়, **এয়ার এস. সি. ডব্লিউ** 4984-এ মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ

–

"আমাদের দৃষ্টিতে, একটি খুনের বিচারে এটি আন্দাজ হীন এবং বিরক্তিকর বিষয় যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে না জানিয়ে, বিষয়গুলি আদালত এবং এপিপি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এমনভাবে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা হয় যেন প্রসিকিউশন কোনও সাক্ষ্য দেয়নি।উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এক বা অন্যভাবে অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং এ.পি.পি. তাদের দায়িত্ব পালনে কোনো আগ্রহ দেখায়নি।মামলার বিচারের সময় তদন্তকারী আধিকারিক উপস্থিত না থাকলে তাঁকে সমন

পাঠানো দায়রা বিচারপতির দায়িত্ব ছিল।বিচারের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তার উপস্থিতি আবশ্যক।সাক্ষীদের উপস্থিত রাখা তার কর্তব্য।যদি কোনও সাক্ষী উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হয়, তা হলে আদালতের কর্তব্য হল জামিনযোগ্য/জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি সহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।এটা ভালভাবে বোঝা উচিত যে এই ধরনের পদ্ধতিতে প্রসিকিউশন হতাশ হতে পারে না এবং অপরাধের শিকারদের বিপদে ফেলে দেওয়া যায় না।

17. অতএব, ট্রায়াল কোর্টে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জেরা করার জন্য উল্লিখিত প্রসিকিউশন-এর সাক্ষী নং 1-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেবে এবং যদি বিপক্ষের আইনজীবী এই ধরনের সাক্ষীকে জেরা করতে ইচ্ছুক না হন, তাহলে তার সাক্ষ্য এই পর্যবেক্ষণের সাথে বন্ধ করে দেওয়া হবে যে বিপক্ষের আইনজীবী জেরা করতে অস্বীকার করেছেন।
যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে নির্দিষ্ট আকস্মিকতার কারণে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা না যায়, তবে সেই ঘটনায়ও পিডাবলু ১ এর সাক্ষ্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এরপর পরবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা হবে।

18. শেষ করার আগে, আমি ইঙ্গিত করতে চাই যে প্রতিটি সেশন মামলায়, বিচার শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেইঃ_

i) লার্নড ট্রায়াল কোর্টকে সাক্ষ্য রেকর্ড করার জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি নির্দেশ করতে হয়।

ii)লার্নড ট্রায়াল জজ বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য লার্নড ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আইও-এর সঙ্গে সাক্ষীদের এই তারিখগুলিতে আদালতের সামনে উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেবেন। ।

iii)যদি কোনও অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে তদন্তকারী আধিকারিকের পক্ষে আদালতে উপস্থিত থাকা সম্ভব না হয়, তবে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অন্য কোনও যোগ্য পুলিশ আধিকারিককে নিযুক্ত করবেন যিনি সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখে আদালতে সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

iv) বিচারকে যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাক্ষীদের রক্ষা করা এবং বিচার আদালতে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা তদন্তকারী কর্মকর্তার কর্তব্য।এটি ভুক্তভোগী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়কেই দ্রুত ন্যায়বিচার পেতে সহায়তা করবে যা তাদের জীবনের অধিকারের সাথেও সম্পর্কিত।

v) যদি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হন, তবে ট্রায়াল কোর্ট উপযুক্ত আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অবমাননার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ সহ আইনের মহিমা সমুন্নত রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাধীন থাকবে।উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যর্থতাকে অপরাধীকে আইনি শাস্তি থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

19. এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে জাহিরা হাবিবুল্লাহ এইচ শেখ, 2004 এআইআর এসসিডাবলু 2325 (পূর্বোক্ত) এবং শৈলেন্দ্র কুমার, 2001 এআইআর **এসসিডাবলু 4984**

(পূর্বোক্ত) এর ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের **দেওয়া রায় সংবিধানের 141** অনুচ্ছেদের অধীনে শুধুমাত্র সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এটি দেশের আইনে পরিণত হয়।
পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য।

20. এই রায়ের একটি অনুলিপি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় প্রেরণ পালনের জন্য ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হোক।

21. লার্নড রেজিস্ট্রার জেনারেলকে তাদের তথ্য এবং প্রেরণ পালনের জন্য দায়রা মামলার বিচার পরিচালনাকারী সমস্ত মহামান্য বিচারকদের মধ্যে এই রায় প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
22. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য প্রয়োগ করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.